Emergence of Sociology in Europe

ঊনবিংশ শতাব্দীতে সমাজবিজ্ঞানের উত্থান মূলত ইউরোপীয় সমাজে গভীর এবং দ্রুত রূপান্তরের প্রতিক্রিয়া ছিল, যা নতুন সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করেছিল যার জন্য নিয়মতান্ত্রিক বোঝাপড়ার প্রয়োজন ছিল। সমাজবিজ্ঞানের একটি শাখা হিসেবে উত্থান ১৯ শতক এবং ২০ শতকের গোড়ার দিকে ইউরোপের আধুনিকীকরণের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। আধুনিকীকরণ, যা সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে বোঝায় যা ইউরোপকে প্রধানত কৃষিভিত্তিক সমাজ থেকে শিল্পোন্নত সমাজে রূপান্তরিত করেছিল, তা উল্লেখযোগ্য সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তন এনেছিল যার ইউরোপীয় সমাজের উপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব ছিল। এই পরিবর্তনগুলি সমাজবিজ্ঞানের বিকাশকে একটি শাখা হিসেবে অনুপ্রাণিত করেছিল যা সমাজের অধ্যয়ন এবং এর বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সম্পর্কের সাথে সম্পর্কিত ছিল।

আধুনিকীকরণের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল নগরায়নের বৃদ্ধি, কারণ মানুষ কাজের সন্ধানে গ্রামাঞ্চল থেকে শহরে চলে আসে। এর ফলে শ্রমিক শ্রেণীর বৃদ্ধি ঘটে এবং দারিদ্র্য ও বৈষম্যের মতো নতুন সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। এই সামাজিক সমস্যাগুলির ক্রমবর্ধমান সচেতনতা প্রাথমিক সমাজবিজ্ঞানীদের এই বিষয়গুলির সাথে অন্যান্য সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনার সম্পর্ক অধ্যয়ন করতে অনুপ্রাণিত করে। এমিল ডুর্খেইম, ফার্ডিনান্ড টনিস, অ্যালেক্সিস ডি টোকভিল, ম্যাক্স ওয়েবার, অগাস্ট কম্‌টে এবং হার্বার্ট স্পেন্সারের রচনাগুলি সমাজবিজ্ঞানকে এমন একটি শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করে যা সমাজের অধ্যয়ন এবং সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ঘটনার মধ্যে সম্পর্কের সাথে সম্পর্কিত ছিল।

আধুনিকীকরণের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল শিল্পায়নের বৃদ্ধি, যা উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক পরিবর্তন এনেছে এবং এর ফলে একটি নতুন শ্রেণী কাঠামোর বিকাশ ঘটেছে। শিল্পায়নের বৃদ্ধির ফলে নতুন ধরণের কাজের এবং সামাজিক সংগঠনের নতুন রূপ তৈরি হয়েছে, যেমন কারখানা ব্যবস্থা এবং ট্রেড ইউনিয়নের বৃদ্ধি। এই পরিবর্তনগুলি সমাজবিজ্ঞানীদের অর্থনীতি এবং সমাজের মধ্যে সম্পর্ক অধ্যয়ন করতে এবং সামাজিক কাঠামো এবং সামাজিক সম্পর্কের উপর অর্থনৈতিক পরিবর্তনের প্রভাব পরীক্ষা করতে অনুপ্রাণিত করেছিল।

১৭৮৯ থেকে ১৭৯৯ সাল পর্যন্ত সংঘটিত ফরাসি বিপ্লবও সমাজবিজ্ঞানের উত্থানের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল। ফরাসি বিপ্লব ঐতিহ্যবাহী সামাজিক ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করেছিল এবং পরম রাজতন্ত্রের ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করেছিল, রাষ্ট্রের ভূমিকা এবং রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক সম্পর্কে নতুন চিন্তাভাবনাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। অ্যালেক্সিস ডি টোকভিল এবং ম্যাক্স ওয়েবারের মতো প্রাথমিক সমাজবিজ্ঞানীদের কাজ ফরাসি বিপ্লব এবং এর পরবর্তী ঘটনা দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছিল এবং সমাজবিজ্ঞানকে এমন একটি শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করেছিল যা সমাজের অধ্যয়ন এবং সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ঘটনার মধ্যে সম্পর্কের সাথে সম্পর্কিত ছিল।

এই ঐতিহাসিক ঘটনাবলী এবং বৌদ্ধিক আন্দোলনের পাশাপাশি, সমাজবিজ্ঞানের উত্থান অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের বিকাশের দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিল, যেমন মনোবিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান এবং অর্থনীতি। সমাজবিজ্ঞান এই শাখাগুলির উপর ভিত্তি করে এবং সমাজ এবং এর বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সম্পর্কের একটি বিস্তৃত ধারণা প্রদানের জন্য তাদের অন্তর্দৃষ্টি এবং পদ্ধতিগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে।

উপসংহারে, সমাজবিজ্ঞানের একটি শাখা হিসেবে উত্থান ১৯ শতক এবং ২০ শতকের গোড়ার দিকে ইউরোপের আধুনিকীকরণের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। আধুনিকীকরণ উল্লেখযোগ্য সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তন এনেছিল যা প্রাথমিক সমাজবিজ্ঞানীদের এই পরিবর্তনগুলি এবং অন্যান্য সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনার মধ্যে সম্পর্ক অধ্যয়ন করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। আজ, সমাজবিজ্ঞান সামাজিক ও রাজনৈতিক জগত সম্পর্কে আমাদের ধারণা গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে এবং আজকের আমাদের বিশ্বের মুখোমুখি জটিল সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাগুলির মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে।

অধিকন্তু, সমাজবিজ্ঞানের উত্থান সামাজিক বিজ্ঞানে বৈজ্ঞানিক ও অভিজ্ঞতামূলক পদ্ধতির বিকাশের সাথেও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল। এই সময়ে, সমাজের বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন এবং তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের জন্য নতুন পদ্ধতির বিকাশের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছিল। এমিল ডার্কহাইম এবং ম্যাক্স ওয়েবারের মতো প্রাথমিক সমাজবিজ্ঞানীরা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ইতিবাচক ঐতিহ্য দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং সমাজের অধ্যয়নে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন। তারা বিশ্বাস করতেন যে সমাজের অধ্যয়ন পদ্ধতিগত পর্যবেক্ষণ এবং পরিমাপের উপর ভিত্তি করে হওয়া উচিত এবং সমাজ সম্পর্কে তত্ত্ব এবং অনুমানগুলি অভিজ্ঞতামূলক গবেষণার মাধ্যমে পরীক্ষা করা যেতে পারে।

সমাজবিজ্ঞানের উত্থানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী বিষয় ছিল ইউরোপে গণতন্ত্র এবং রাজনৈতিক উদারনীতির বিকাশ। গণতন্ত্রের বিকাশ সামাজিক ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করেছিল এবং রাজনৈতিক উদারনীতির বিকাশ নাগরিক সমাজের বিকাশকে উৎসাহিত করেছিল। এর ফলে সামাজিক আন্দোলনের বিকাশ এবং ট্রেড ইউনিয়ন এবং রাজনৈতিক দলগুলির মতো নতুন ধরণের সামাজিক সংগঠনের বিকাশ উৎসাহিত হয়েছিল।

বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং একবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বিশ্বায়নের উত্থান এবং আন্তঃজাতীয় নেটওয়ার্কের বৃদ্ধি সমাজবিজ্ঞানের বিকাশের উপরও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে। বিশ্ব ক্রমশ আন্তঃসংযুক্ত হয়ে উঠার সাথে সাথে, সমাজবিজ্ঞানীরা সমাজের মধ্যে সম্পর্ক এবং বিশ্বায়ন কীভাবে বিশ্বব্যাপী সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলিকে প্রভাবিত করছে তা অধ্যয়ন করতে আগ্রহী। বিশ্বায়নের বৃদ্ধি বৈষম্যের অধ্যয়নের উপরও উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছে, কারণ সমাজবিজ্ঞানীরা কীভাবে বিশ্বায়ন বৈষম্যের ধরণ এবং সমাজের মধ্যে এবং তাদের মধ্যে ক্ষমতা ও সম্পদের বন্টনকে প্রভাবিত করছে তা বোঝার চেষ্টা করেন। পরিশেষে, এটি লক্ষণীয় যে সমাজবিজ্ঞানের উত্থান আধুনিক ইউরোপের বৃহত্তর বৌদ্ধিক এবং সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। সমাজবিজ্ঞানের বিকাশ জ্ঞানার্জন, রোমান্টিসিজম এবং উত্তর-আধুনিকতার মতো বৃহত্তর বৌদ্ধিক আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল, যা সমাজবিজ্ঞানীদের বিশ্ব এবং ব্যক্তি, সমাজ এবং রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক সম্পর্কে চিন্তাভাবনার ধরণকে রূপ দিয়েছে।

উপসংহারে, সমাজবিজ্ঞানের উত্থান ইউরোপের আধুনিকীকরণের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এবং বিভিন্ন ঐতিহাসিক, বৌদ্ধিক এবং সাংস্কৃতিক কারণ দ্বারা গঠিত হয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক ও রাজনৈতিক উত্থানের মূল থেকে, সমাজবিজ্ঞান একটি প্রাণবন্ত এবং গতিশীল শাখায় পরিণত হয়েছে যা জটিল সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে।